পরিবেশ বিদ্যা

পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা

সম্পাদক

ড. রূপা দাশগুপ্ত

সহ-সম্পাদক

পার্থপ্রতিম প্রামানিক, ড. বিপ্লব দত্ত

ড. শত্রুঘ্ন কাহার, অভিষেক মুসিব

DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA

পরিবেশবিদ্যা: পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সম্পাদক

ড. রূপা দাশগুপ্ত

সহসম্পাদক

পার্থপ্রতিম প্রামানিক

ড. বিপ্লব দত্ত

ড. শত্রুঘ্ন কাহার

অভিষেক মুসিব

ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

গঙ্গারামচক, চকশ্যামপুর, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর— ৭২১১২৪

Paribeshbidya: Paryabekshan O Pryalochana (পরিবেশবিদ্যা: পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা) edited by Dr. Rupa Dasguta & others

© Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyala

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০২৪

প্রচ্ছদ: সমরেশ সেন

পেজ সেট-আপ: ড.বিপ্লব দত্ত
কম্পোজ: সমরেশ সেন, মেদিনীপুর

দাম: ৩০০ টাকা

ISBN : 978-81-969027-5-9

ড. রূপা দাশগুপ্ত, প্রিন্সিপ্যাল, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়-এর পক্ষে গঙ্গারামচক, চকশ্যামপুর, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর— ৭২১১২৪ থেকে প্রকাশিত

বিষয়সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
সম্পাদকীয়		১-৩
পরিবেশবিদ্যাচর্চার নানা দিক ও পর্যায়	সৌম্যকান্তি ঘোষ	৪-১০
প্রকৃতির স্থায়ী উন্নয়ন	সঞ্জিত কুমার মণ্ডল	১১-১৬
বাস্তুতন্ত্রে গঠন ও কার্যকারিতা	মৈত্রেয়ী পন্ডা	১৭-২২
বাস্তুতন্ত্র- ধারণা ও বন বাস্তুতন্ত্র	মানস চক্রবর্তী	২৩-২৮
তৃণভূমি অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র	বিপ্লব মজুমদার	২৯-৩২
মৃত্তিকা ক্ষয় ও সংরক্ষন	সুজাতা মাইতি	৩৩-৫৩
মরুকরণ: - বিশ্বব্যাপী একটি সমস্যা	পার্থ প্রতিম প্রামানিক	৫৪-৬২
বনচ্ছেদনের কারণ ও পরিবেশের ওপর প্রভাব	অভিষেক মুসিব	৬৩-৭০
বনচ্ছেদন: কারণ ও জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব	দশরথ হালদার	৭১-৭৭
জনজাতি ও উপজাতির উপর বনচ্ছেদনের প্রভাব	সুদীপ্তা মাহাত	৭৮-৮৬
জল: ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলের অত্যধিক ব্যবহার ও অপচয়	ড. গোবিন্দ দাস	৮৭-৯৪
পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দুই দিক বন্যা ও খরা	নিবেদিতা অধিকারী	৯৫-১০৩
শক্তি সম্পদ- পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও অপুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি	সুব্রত কুমার সেন	১০৪-১১০
বিকল্প শক্তিসম্পদ	মানিক দাস	১১১-১১৭
ভারতের স্থানীয় ও বিপন্ন প্রজাতি সমূহ	সন্তু ঘোড়াই	১১৮-১২৩
জীববৈচিত্র্যের সংকট: বাসস্থানের ক্ষতি, বন্যপ্রাণী শিকার, মানুষ বন্যপ্রাণী সংঘাত, জৈবিক আক্রমণ	অঞ্জলী জানা সেনাপতি	১২৪-১৩৩
বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য : পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, নান্দনিক এবং তথ্যগত মান অন্বেষণ	দেবদুলাল মান্না	১৩৪-১৩৭

পরিবেশ দূষণ ও তার কারণ, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ	সোমা মিশ্র	১৩৮-১৪৫
ভারতে জল দূষণ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব	শুভেন্দু জানা	১৪৬-১৫১
জীবজগতের উপর মাটি দূষণের প্রভাব এবং এর থেকে মুক্তির উপায়	ড. মৃণাল কান্তি সরেন	১৫২-১৫৭
শব্দ দূষণ: কারণ ও প্রতিকার	সম্পা দে	১৫৮-১৬৩
পারমাণবিক দুর্যোগ এবং মানব স্বাস্থ্যের ঝুঁকি	প্রীতম পাত্র	১৬৪-১৬৮
ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা	ড. বিপ্লব দত্ত	১৬৯-১৭৬
বিশ্ব-উষ্ণায়ন এবং কৃষি ও মানব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব	দেবলীনা দে	১৭৭-১৭৯
ওজোন স্তরের অবক্ষয় এবং কৃষি ও মানব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব	আশিষ রানা	১৮০-১৮৪
অ্যাসিড বৃষ্টি: মানব সম্প্রদায় এবং কৃষির উপর প্রভাব	রবিশঙ্কর প্রামাণিক	১৮৫-১৯০
পরিবেশ আইন: পরিবেশ সুরক্ষা আইন	ড. মিঠুন ব্যানার্জী	১৯১-১৯৯
বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন	মিলন মাজী	২০০-২০৪
মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধি: পরিবেশ, মানব স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের উপর প্রভাব	তনুশ্রী মাইতি	২০৫-২১৯
বন্যার কারণ ও প্রতিরোধ	বীতশোক সিংহ	২২০-২২৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: ভূমিধস	ববিতা ভুঁইয়া	২২৪-২৩৩
চিপকো আন্দোলন	মন্টু সাহু	২৩৪-২৩৬
সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন	অর্পিতা ত্রিপাঠী	২৩৭-২৪০
বিশনয় সম্প্রদায় ও পরিবেশ আন্দোলন	ড. শত্রুঘ্ন কাহার	২৪১-২৪৭
পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র : পরিবেশ সংরক্ষণ ভারতীয় ধর্ম এবং অনান্য সংস্কৃতির ভূমিকা	ড. উদয়ন ভট্টাচার্য	২৪৮-২৫৯

পরিবেশ আইন: পরিবেশ সুরক্ষা আইন

ড. মিঠুন ব্যানার্জী

আধুনিক মানবসমাজ তাদের বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার সীমাহীন বিকাশের নেশায় মত্ত হয়ে বিগত এক শতকেরও বেশি সময় ধরে প্রকৃতির উপর চরম শোষণ চালিয়েছে। প্রকৃতি মা এর জন্য তাদের শাস্তি না দিলেও মানব জাতি প্রকৃতির প্রতি তাদের এই মনোভাবের পরিণতি অনুভব করেছে এবং সেই জন্যই তারা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। গত অর্ধ শতাব্দী ধরে তাই মানব সমাজে পরিবেশের ক্ষতি-প্রতিরোধ মূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। পরিবেশে ক্রমবর্ধমান জটিলতা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রায় সব দেশই স্থীতিশীল উন্নয়নের পথ অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ উন্নয়নের নামে যাতে প্রকৃতির ক্ষতিসাধন না করা হয় তার উপর গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ। এখানেই পরিবেশ সংক্রান্ত আইন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । এই আইনগুলি ভবিষ্যৎ মানব জাতির জন্য একটি পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুরক্ষিত করতে চায়। এই আইনগুলি প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য মানুষের প্রচেষ্টাকে আইনি রক্ষাকবচ প্রদান করের

পরিবেশ আইন : সাধারণভাবে পরিবেশ আইন বলতে সেই সমস্ত নিয়ম-কানুন ও নীতি সমূহকে বোঝায় যেগুলি পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জন স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়। এই আইনসমূহের ভিত্তিতে বায়ু ও জলের গুনগত মান নিশ্চতকরণ থেকে শুরু করে বর্জপদার্থের ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সংকোচন করার মত নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বায়ুর গুণগতমান সংক্রান্ত নিয়মাবলী দূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাসের নির্গমণ নিয়ন্ত্রণ করে, জলের গুণগতমান সংক্রান্ত পরিবেশবিধিগুলি জলদূষণ প্রতিরোধ করে, বর্জ্যপদার্থ সংক্রান্ত নিয়মাবলী কিভাবে বর্জ্যপদার্থ বিনষ্টকরা হবে বা সেই বর্জ্যপদার্থের মধ্যে কোন গুলিকে পুনঃব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করে। সংরক্ষণমূলক আইনগুলি অরণ্যসম্পদ, জলসম্পদ, প্রাণীসম্পদকে সংরক্ষণ করে। জলবায়ুপরিবর্তন সংক্রান্ত পরিবেশ আইনগুলি দূষিত বায়ু ও ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গমণ সংক্রান্ত সমস্যা প্রতিরোধ করে আর সেই সঙ্গে পুনর্নবিকরণ উপযুক্ত শক্তির প্রসারে সহায়তা করে। পরিবেশ সংক্রান্ত এই বিধিগুলি বিভিন্ন দেশের স্থানীয় স্তর থেকে শুরু করে জাতীয় স্তর

পর্যন্ত যেমন সেই দেশের প্রশাসনের দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে থাকে তেমনই আন্তর্জাতিক স্তরেও এই আইনগুলি United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর মত পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন: আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন গড়ে ওঠে বিশ্বজনীন পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, রীতিনীতি নিয়মাবলী নিয়ে। এই পরিবেশ আইনগুলি বিশ্বজুড়ে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে প্রচার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পরিবেশের উপর শিল্পায়নের ক্ষতিকারক প্রভাবের কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই আন্তর্জাতিক আইনগুলি গড়ে উঠেছে। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলির মূল নীতিসমূহ নির্ধারণ করা হয়, এই নীতিগুলির মধ্যে দুটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল সতর্কতামূলক নীতি ও দূষণকারীকে দূষণের জন্য অর্থদন্ডদেওয়ার নীতি। ১৯৯২ সালের বসুন্ধরা সম্মেলন আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের রিয়ো ঘোষণাপত্র বিশ্বজনীন পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। United Nations Framework Convention on Climate Change, Convention on Biological Diversity (CBD), 1997 সালের কিয়োটো প্রোটোকল এবং ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই চুক্তি ও রীতিনীতিগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিবেশ সুরক্ষা আইনগুলি রচনা করার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন করেছে।

ভারতের পরিবেশ আইন : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে জাতীয় পরিবেশগত আইন প্রচলিত আছে তার মধ্যে ব্যাপক তরাতম্য দেখা যায় এই দেশগুলির পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের স্বাতন্ত্র, তাদের অগ্রাধিকারের নিজস্বতা এবং স্বতন্ত্র আইনি ব্যবস্থার জন্য। ভারত ১৯৭২ সালের স্টকহোম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল, এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলি মানবিক পরিবেশের সুরক্ষা এবং উন্নতির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই কারণে ভারতে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একটি ব্যাপক আইনি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, ১৯৭৪ সালের জল (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮০ সালের বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮১ সালের বায়ু (প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন,

১৯৮৬ সালের পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৯১ সালের জনদায় বীমা আইন, ১৯৯৭ সালের জাতীয় পরিবেশ আপিল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০২ সালের জৈবিক বৈচিত্র্য আইন, ২০১০ সালের ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল আইন, এবং ২০১৬ সালের বিপজ্জনক এবং অন্যান্য বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা এবং আন্তঃসীমানা গতিবিধি সংক্রান্ত) নিয়ম।

পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬: পরিবেশ সুরক্ষা আইন (The Environment (Protection)Act,১৯৮৬) এর মূল লক্ষ্য হল দূষণ এবং অন্যান্য ধরনের অবক্ষয় রোধ করে পরিবেশকে রক্ষা করা এবং উন্নত করা। ইপিএ সাধারণত দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের মতো সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠা করে, যে সংস্থাগুলির হাতে পরিবেশগত আইন প্রয়োগ করার, পরিবেশের মান নির্ধারণ করার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকে।

The Environment (Protection)Act, ১৯৮৬, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিবেশের মান রক্ষা এবং উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছে। ১৯৮৬ সালের ২৩ শে মে এই আইনটি প্রণীত হয় । এই আইনটি প্রণয়ন করার মূল কারণ ছিল পরিবেশগত অবক্ষয় এবং দূষণ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ। নিয়ন্ত্রণমূলক হস্তক্ষেপের জন্য এই আইন একটি সুবিন্যস্ত কাঠামো প্রদান করেছে। এই আইনের চারটি অধ্যায় এবং ২৬টি ধারা রয়েছে। এই আইনের প্রথম অধ্যায়ে এই আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি, এবং আইনটি কবে থেকে কার্যকর হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। সেই সঙ্গে পরিবেশ,পরিবেশ দূষণকারী উপাদান ইত্যাদি বিষয়গুলির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। (ধারা-১-২)

আইনটির দ্বিতীয় অধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পরিবেশ রক্ষা ও তার উন্নতি বিধানের জন্য কিছু সাধারণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যেমন (১) রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাস করার জন্য দেশব্যাপী কর্মসূচির প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। (২) পরিবেশগত গুণমান এবং বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গমনের মান নির্ধারণ, শিল্পকের্মের জন্য সীমাবদ্ধ এলাকা নির্ধারণ, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং কার্যকরভাবে বিপজ্জনক পদার্থ পরিচালনা করার জন্য নির্দিষ্ট প্রোটোকলগুলি প্রয়োগ করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকে। (৩) পরিবেশগত বিধানগুলি ঠিকমত অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত পরিচালনা করতে, গবেষণা প্রচেষ্টাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে এবং প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করতে পারে। (৪) কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনে পরিবেশগত গবেষণাগার স্থাপন করতে পারে এবং ব্যাপকভাবে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রচার করতে পারে। (৫) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে

পরিবেশ সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বিশেষ কর্তৃপক্ষ গঠনের অধিকারও আছে।(ধারা-৩)

কেন্দ্রীয় সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য রূপায়নের জন্য উপযুক্ত আধিকারিকদের নিয়োগ করতে পারে, তাদের কাজ নির্ধারণ করতে পারে এবং তারা কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের অধীন কাজ করে থাকেন।(ধারা-৪) কেন্দ্রীয় সরকার, এই আইনের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে নির্দেশ জারি করতে পারে এবং এই ধরনের ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকেন।(ধারা-৫)

কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ম নির্ধারণ করতে পারে, বিশেষ করে, বিভিন্ন এলাকা এবং উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বায়ু, জল বা মাটির গুণগত মান; বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন পরিবেশ দূষণকারী উপাদানের ঘনত্বের সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমা; বিপজ্জনক পদার্থসমূহকে ব্যবহারের পদ্ধতি ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা; বিভিন্ন এলাকায় বিপজ্জনক পদার্থ পরিচালনার উপর নিষেধাজ্ঞা ; শিল্পের অবস্থানের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম পরিচালনা; পরিবেশ দূষণের কারণ হতে পারে এমন দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য পদ্ধতি এবং সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং এই দুর্ঘটনার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রদানের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে।(ধারা-৬)

এই আইনের তৃতীয় অধ্যায় কিভাবে পরিবেশ দূষণ রোধ , নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাস করা যায় তা নিশ্চিত করতে কতগুলি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যেমন (১) কোনো শিল্প, অপারেশন বা প্রক্রিয়া বহনকারী কোনো ব্যক্তি তার সংস্থায় নির্ধারিত মানদণ্ডের চেয়ে বেশি পরিবেশগত দূষণকারী পদার্থের নিষ্কাশন বা নির্গত করার অনুমতি দিতে পারেন না (ধারা-৭) । (২) বিপজ্জনক পদার্থ নিয়ে যারা কাজ করেন তারা নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করে কাজ করবেন (ধারা-৮) । তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে দূষিত পদার্থের নির্গমন হয় সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো ও প্রয়োজনে তাদের যথাযথ সহায়তা করার দায়িত্বও তাদের উপর থাকে। এই দূষণের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হয় তা কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারে।(ধারা-৯)

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিদের যেকোনো স্থানে প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে, আইন বা বিধির অধীনে অপরাধ সম্পর্কিত প্রমাণ পরীক্ষা, বা অনুসন্ধান করা এবং পরিবেশ দূষণ রোধে প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক উপকরণ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা তাদের হাতে থাকে। এই ধারার অধীনে তল্লাশি এবং বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালের কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, বা সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করা হয়।(ধারা-১০) ।

কেন্দ্রীয় সরকার বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত, যে কোনও কারখানা, প্রাঙ্গণ বা অন্য কোনও স্থান থেকে বায়ু, জল, মাটি বা অন্যান্য পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করতে পারে। সেই নমুনা বিশ্লেষণের ফলাফল আইনি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হতে পারে যখন সেগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অর্থাৎ নিয়মমাফিক নোটিশ দিয়ে,অভিযুক্তের উপস্থিতিতে সেই নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলিকে চিহ্নিত এবং সিল করা পাত্রে রাখা হয় ও , নমুনা গ্রহণকারী ব্যক্তি এবং অভিযুক্ত বা তার প্রতিনিধি উভয়ের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।(ধারা-১১)

কেন্দ্রীয় সরকার, অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, (ক) এক বা একাধিক পরিবেশগত পরীক্ষাগার স্থাপন করতে পারে; (খ) এই আইনের অধীনে একটি পরিবেশগত পরীক্ষাগারের উপর অর্পিত কার্য সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক পরীক্ষাগার বা প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশগত পরীক্ষাগার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে পারে। এই পরীক্ষাগারগুলির কাজ, নমুনা জমা দেওয়ার পদ্ধতি, প্রদেয় ফী সংক্রান্ত নিয়মাবলী কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করতে পারে।(ধারা-১২) তাছাড়া সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষাগারের বিশ্লেষক নিয়োগ করতে পারে। (ধারা-১৩) বিশ্লেষক দ্বারা স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন উল্লিখিত তথ্যের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।(ধারা-১৪)

কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান, বা এর অধীনে প্রণীত বিধি বা আদেশ বা নির্দেশাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হলে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন এবং এই মেয়াদ পরবর্তীকালে পাঁচ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে । তার সাথে এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে, বা দুটোই একসাথে প্রযুক্ত হতে পারে। এর পরেও যদি তিনি একই ভাবে আইন লঙ্ঘন করতে থাকেন তাহলে, প্রতি দিনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত জরিমানা হতে পারে । আইন লঙ্ঘন করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখের পরে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আইন লঙ্ঘন চলতে থাকলে, অপরাধী সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।(ধারা-১৫)

যেখানে এই অপরাধ কোন একটি কোম্পানি দ্বারা সংঘটিত হয়, সেখানে যিনি বা যারা অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার সময়, কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানির সরাসরি দায়িত্বে ছিলেন তিনি বা তারা অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য হবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়।(ধারা-১৬) যে সব ক্ষেত্রে কোন অপরাধ সরকারের কোন বিভাগ দ্বারা সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানকে অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী এই আইনের অধীনে শাস্তি দেওয়া হয়।(ধারা-১৭)

এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় আছে সেগুলি হল, এই আইনের অনুসরণে সৎ উদ্দেশ্যে কোন পদক্ষেপ সরকারী কর্মচারীরা গ্রহণ করলে বা গ্রহণ করার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে তাদের কাজের জন্য কোন রকম আইনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় না। (ধারা-১৮)

এই আইনের অধীনে কোন কাজকে অপরাধ হিসাবে আদালত গ্রাহ্য করে তখনই যখন তা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আধিকারিক বা সরকার যাকে এই প্রশ্ন তোলার কর্তৃত্ব প্রদান করেছে তিনি যখন এই অভিযোগ আনেন। বা যাখন কোন সাধারণ মানুষ ষাট দিনের নোটিশ দিয়ে যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণে করে এই অভিযোগ করেন।(ধারা-১৯)

কেন্দ্রীয় সরকার কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা, রাজ্য সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বা কোনো নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো প্রতিবেদন, রিটার্ন, পরিসংখ্যান, হিসাব এবং অন্যান্য তথ্য তলব করতে পারেন এবং তারা তা প্রদান করতে বাধ্য থাকে।(ধারা-২০)

এই আইন অনুসারে বা এই আইনের অধীন কোন আদেশের বলে কর্মরত যে কোন আধিকারিক বা কোন কর্মচারী ভারতীয় দন্ডবিধির ২১ নং ধারা অনুসারে সরকারি কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হবেন।(ধারা-২১)

কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কোন আধিকারিক বা কর্মকর্তা এই আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকলে কোন দেওয়ানী আদালত তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম আইনই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না।(ধারা-২২)

এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তার ক্ষমতা এবং কার্যাবলী যে কোন কর্মকর্তা, রাজ্য সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন অনুসারে হস্তান্তর করতে পারে।(ধারা-২৩)

অন্য কোন আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও এই আইন বা এই আইন জাত নির্দেশ বলবৎ থাকে। এবং কোন ব্যক্তি একই সাথে এই আইন ও অন্য আরেকটি আইনের অধীনে অপরাধী হিসাবে দন্ডনীয় হলে তাকে অন্য আইনটি অনুসারে দন্ডদেওয়া হয়।(ধারা-২৪)

কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যগুলি রূপায়নের উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী রচনা করতে পারে। যেমন - দূষণকারী পদার্থের নির্গমনের উর্ধসীমা সংক্রান্ত নিয়ম,বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলী, নমুনা নেওয়ার পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী ইত্যাদি, এই নিয়মগুলি পরিবেশগত বিধিগুলি কার্যকর করার জন্য, সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য এবং জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশকে ক্ষতিকারক দূষণকারী পদার্থ থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।(ধারা-২৫)

এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রতিটি বিধি সংসদের প্রতিটি কক্ষে মোট ত্রিশ দিনের জন্য পেশ করা হয়, এবং যদি, উভয় কক্ষ বিধিতে কোনো পরিবর্তন করতে সম্মত হয় তবে সেই পরিবর্তীত আকারে বিধিটি কার্যকর হয়।(ধারা-২৬)

যদিও 1986 সালের এই পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ভারতে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবু এই আইনটি বিভিন্ন কারণে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রথমত: এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যেখানে পরিবেশ বিধি লঙ্ঘন কারা হলেও এই আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। আইনটি প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা ও তৎপরতার অভাব আইনটিকে দুর্বল করে তুলেছে।

দ্বিতীয়ত :সমালোচকরা বলেন যে এই আইনে নির্ধারিত শাস্তি পরিবেশগত অপরাধীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রতিরোধক নয়। পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে পরিবেশের যে ক্ষতি করা হয় তার তুলনায় শাস্তি ও জরিমানা আনুপাতিক হারে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে তারা মনে করেন।

তৃতীয়ত : অনেক সমালোচক বলেন এই আইন পরিবেশকে সামগ্রিকভাবে সুরক্ষিত করতে পারেনা। জীববৈচিত্রের ক্ষতি, জলবায়ু পরিবর্তনের মত বিষয়গুলি এই আইনের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নি।

চতুর্থত: এই আইন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন বহু কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করে যাদের মধ্যে অনেক সময়িই সমন্বয়ের অভাব চোখে পড়ে। এক্তিয়ারে সংঘাত এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে।

উপসংহার: 1986 সালের পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন হয়ে উঠেছে, যা পরিবেশগত উদ্বেগগুলি মোকাবিলা করা এবং স্থীতিশীল উন্নয়নের প্রচার করার

ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে মনে করা হয়। এটি পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং হ্রাস করার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করেছে। তবে আইনটি বিভিন্ন মহলে সমালোচনার মুখে পড়েছে। এইসব সমালোচনা সত্ত্বেও, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠা করতে এবং পরবর্তী পরিবেশগত আইন প্রণয়নের মঞ্চ তৈরিতে আইনটির ইতিবাচক প্রভাবকে স্বীকার করতেই হয়। আইনটি দূষণ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে এবং আরও ব্যাপক পরিবেশ নীতি কাঠামোর উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছে।

গ্রন্থতালিকা:

1. Saxena, P., & Rai, D. (2016). The Environment (Protection) Act, 1986: An Appraisal of Its Implementation. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 9(3).
2. Mathur, R. (2018). Environment Protection Act, 1986: A Critical Analysis. Journal of Sustainable Development Law and Policy, 8(1).
3. Shrivastava, A. K. (2019). Environment Protection Act, 1986: Its Success and Limitations. Indian Journal of Environmental Protection, 39(7).
4. Pathak, N. (2017). A Study of the Environment Protection Act, 1986: Critical Analysis. International Journal of Law, 3(2).
5. Kumar, S., & Chauhan, V. (2018). Role of the Environment Protection Act, 1986, in Environmental Governance: A Review. Indian Journal of Environmental Protection, 38(5).
6. Singh, R., & Tripathi, A. (2020). Environment Protection Act, 1986: A Critical Analysis. Journal of Legal Analysis, 12(2).
7. Nair, S. (2019). The Environment Protection Act, 1986: A Review of Its Efficacy and Enforcement Mechanisms. Journal of Environmental Law and Policy, 7(1).
8. Agarwal, P., & Sharma, R. (2017). The Environment Protection Act, 1986: A Legal Perspective. Journal of Legal Studies, 5(3).

9. Gupta, A., & Singh, S. (2018). Environment Protection Act, 1986: Scope, Implementation, and Challenges. Indian Journal of Environmental Law, 48(4).
10. Bajpai, N., & Mishra, A. (2016). The Environment Protection Act, 1986: A Comprehensive Study. Environmental Law Review, 18(2).
11. চট্টোপাধ্যায় অনীশ, (২০২০) পরিবেশ,

মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ্, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইঁটকাঠের বাসস্থান তৈরী করার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ্য হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রই জানেন যে, এককালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধুষ্যিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল। উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয়নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে। এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য - সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ার এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে – আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।

– 'অরণ্যদেবতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।